কৃষি ও স্বাস্থ্য বার্তা

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

১০তম বর্ষ,
৬০তম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry and Livestock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা সাধারণত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋণের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

আসছে কোরবানির ঈদ:

চলছে গরু মোটাতাজাকরণের ব্যাপক প্রস্তুতি

আসন্ন কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে চলছে গরু মোটাতাজাকরন প্রস্তুতি। খামারীরা ইতিমধ্যে কিনতে শুরু করছেন গরু। রামগতির চর সেকান্দর গ্রামের মোঃ নুরুদ্দিন জানান কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে ২ লক্ষ টাকা পুঁজি সহায়তা নিয়ে কিনেছেন ৩ টি গরু। সংস্থার টেকনিক্যাল কর্মীর পরামর্শে আশঁ জাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি খাওয়াচ্ছেন দানাদার ও ইউএমএস খাদ্য। ইউএমএস হলো নন প্রোটিন নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড। গবেষনায় দেখা গেছে ইউরিয়া ও চিটাগুড় একত্রে পানি দিয়ে গুলিয়ে খড়ের সাথে মিশালে খড়ের পুষ্টিগুন স্বাদ ও গরুর হজম ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ইউএমএস এর অন্যতম উপাদান ইউরিয়াকে রুমেন মাইক্রো ফ্লোরাগুলো মাইক্রেবিয়াল হজম প্রক্রিয়ায় এমোনিয়া ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরির মাধ্যমে প্রোটিন এ রুপান্তরিত করে। ইউরিয়া সরাসরি গরুকে মোটাতাজা করে না, বরং পুষ্টিমান সুষম খাদ্য ও গরুর হজম ক্ষমতাই দ্রুত মোটাতাজা করে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২ হাজার সদস্যকে গরু মোটাতাজাকরনের জন্য ১০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান, পরিচালক তারিক সাঈদ হারুন।

রাগতি উপজেলার চর সেকান্দর গ্রামের ইউএমএস খাদ্য তৈরি করছেন নুরুদ্দিন পরামর্শ দিচ্ছেন টেকনিক্যাল অফিসার ইমরান হোসেন কামাল ও ইব্রাহিম, ছবি-শাহজাহান।

আমাদের সাফল্যের আনন্দ

নুরজাহান বেগমের দিনবদলের গল্প

ভোলার চরফ্যাশনের ওসমানগঞ্জের নুরজাহান বেগম ছাগল পালন করছেন গত পাঁচ বছর যাবৎ। ছাগল বিক্রির ৯০ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন শংকর জাতের একটি গাভী ও একটি ষাড়। স্বামী মোঃ হানিফ পেশায় একজন দিনমুজুর। বসত-ভিটে ব্যতীত চাষের কোন জমি নাই। চার সন্তান নিয়ে সংসারের খরছ সামলাতে বাড়তি আয়ের চিন্তা করে নুরজাহান দম্পত্তি। ২০১৮ সালে কোস্ট লালমোহন শাখা অফিস হতে ২০ হাজার টাকা ঋন সহায়তা নিয়ে নগদ টাকায় জমি রেখে চাষাবাদ শুরু করেন। সংস্থার টেকনিক্যাল কর্মীর পরামর্শে তখন ঋন সহায়তার ৫ হাজার টাকা দিয়ে ২ টি ছাগল ক্রয় করেন। সুষম খাবার প্রদান, টিকা ও কৃমিনাশক সহ পরিচর্যায় বেড়ে উঠে ছাগলগুলো। বছর পেরুতেই ২ বারে ৮ টি বাচ্চা দেয়। গত ৫ বছরে মোট ছাগল পেয়েছেন ২৯ টি। বর্তমানে তার খামারে ৮ টি ছাগল ও ২ টি গরু রয়েছে। ভবিষ্যতে উন্নত জাতের গরুর একটি ডেইরি খামার করার পরিকল্পনা কথা জানান নুরজাহান বেগম।

নুরজাহান বেগম খামারে ছাগলের যত্ন নিচ্ছেন, ছবি- মাকসুদ

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

দুই দ্বীপের দুই গল্প!

ভালো আছেন ভোলার রীনা বেগম এবং তাঁর নবজাতক সন্তান:

কোস্ট ফাউন্ডেশন ২০০৩ সাল থেকে ভোলার বিচ্ছিন্ন চরে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দিয়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ। ভোলার চরফ্যাশনের কুকরী মুকরী চরের রীনা বেগম জানান, গর্ভাবস্থায় কোস্ট অফিসের ডাক্তার শ্যামলের নিকট তিনি নিয়মিত চেকআপ করাতেন, আয়রনজনিত সমস্যার কারনে তার শরীরে কিছু উপসর্গ দেখা দিলে পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করেন এবং সস্তা দামে পুষ্টিকর খাবার খান। চেকআপে সমস্যা না থাকায় স্থানীয় ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান প্রসব হয়। শ্যামল জানান, ৭ম মাসে গর্ভে সন্তান নড়াচড়া না থাকায় রুমা বেগমকে উপজেলা গাইনী বিশেষজ্ঞের নিকট চেকআপে পাঠান পরীক্ষায় গর্ভের সন্তানের মুভমেন্ট স্বাভাবিক থাকায় বাড়িতেই সন্তান প্রসবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ্য আছে।

চর কুকরী মুকরীতে নবজাতকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন শ্যামল ছবি-হাসনাত

সুস্থ হয়ে উঠেছেন মাহিয়া

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিনের জেলা কক্সবাজারের মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া। একজন মানুষের বেঁচে থকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলো নেই অবহেলিত কুতুবদিয়া দ্বীপে। তারপরও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙ্গন ও লবনাক্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন হাজার হাজার পরিবার। সরকার যখন মা ও শিশু মৃত্যু রোধে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সময়েও কুসংস্কার, সচেতনতা ও শিক্ষার অভাবেই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত লোকজন। মা ও শিশুর মৃত্যু রোধে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন কোস্ট ফাউন্ডেশন। নিয়মিত উঠান বৈঠক ও বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নভেম্বর'২২ মাসে নিয়মিত বাড়ী পরিদর্শনের সময় চেকআপে পশ্চিম মুরালিয়া আনার কলির ৮ মাসের সন্তান মাহিয়ার মোয়াক ১১ পয়েন্ট ধরা পড়ে যা **Severe Acute Malnutrition (SAM)** পর্যায়ের ছিল। শিশুটিকে নিবিড় পরিচর্যা, পুষ্টিকর খাবার ও ভিটামিন দেওয়া হয়। জানুয়ারী'২৩ মাসে পুনরায় মোয়াক পরিমাপ করা হলে ১৩ তে উন্নীত হয় যা স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। শিশুটির মা আনারকলি জানান, আমার সন্তানের শরীর দুর্বল ছিল কোস্ট ডাক্তারের পরামর্শে এখন সুস্থ্য।

কুতুবদিয়ার পশ্চিম মুরালিয়ায় শিশু মাহিয়ার মোয়াকের মাধ্যমে পুষ্টি নির্ণয় করছেন প্যারামেডিক্যাল কর্মী অমর চাকমা- ছবি- মোরশেদ।

প্রকল্পের সহকর্মীবৃন্দের পাঠানো তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সার্বিক যোগাযোগের ফোন: ০১৭১৩৩৬৭৪১, ইমেইল mizan@coastbd.net